"মিষ্টি বাচ্চারা - যতটুকু সময় পাবে অন্তর্মুখী থাকার পুরুষার্থ করো, বহিরমুখীতাতে আসবে না, তাহলেই পাপ কাটবে"

*প্রশ্নঃ - উত্তরণের কলার পুরুষার্থ কি যা বাবা সকল বাচ্চাকে শেখান?

*উত্তরঃ - ১) বাচ্চারা উত্তরণের কলায় যাওয়ার জন্য বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথে যুক্ত করো। অমুকে এইরকম, ও এইরকম করে, এর মধ্যে এই অবগুণ আছে – এ'সব বিষয়ে যাওয়ার দরকার নেই। অবগুণ দেখা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নাও। ২) কখনও পড়াশোনার প্রতি রুষ্ট হয়ো না। মুরলীতে যে ভালো-ভালো পয়েন্টস আছে , সেগুলো ধারণ করতে থাকো, তবেই চড়তি কলা হতে পারবে।

ওম্ শান্তি। এখন এটা হলো জ্ঞানের ক্লাস আর ভোরবেলায় যোগের ক্লাস। কোন যোগ ? এটাই খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে কেননা অনেক মানুষ হঠযোগে ফেঁসে আছে। যে হঠযোগ মানুষ শিখিয়ে থাকে। এখানে হলো রাজযোগ, যা পরমাত্মা শেখান কেননা রাজা তো কেউ নেই যে রাজযোগ শেখাবে। এই লক্ষী-নারায়ণ হলেন ভগবতী-ভগবান, এনারা রাজযোগ শিখে তবেই ভবিষ্যতে ভগবতী-ভগবান হন। এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের ব্যাখ্যা। একে বলা হয় পুরুষোত্তম। পুরানো এবং নতুন দুনিয়ার মধ্যবর্তী সময়। পুরানো মানুষ আর নতুন দেবতা। এই সময় সমস্ত মানুষ পুরানো। নতুন দুনিয়াতে নতুন আত্মা, দেবতারা থাকে। ওখানে মানুষ বলা হয় না। যদিও তারা মানুষ কিন্তু দৈবীগুণ সম্পন্ন হয়, সেইজন্যই দেবী-দেবতা বলা হয়। ওরা পবিত্র থাকে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে কাম হলো মহাশত্রু। এটাই হলো রাবণের প্রথম ভূত। কেউ অত্যধিক ক্রোধ করলে বলা হয় - কেন চিৎকার করছো? এই দুই বিকার হলো বড় শত্রু। লোভ আর মোহের জন্য চিৎকার করা বলা হয় না। মানুষের মধ্যে সায়েন্সের অহঙ্কারের কারণে কত ক্রোধ থাকে - এটাও অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কামের ভূত ইত্যাদি আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখ দিয়ে থাকে। একে অপরের প্রতি কাম কাটারি চালায়। এ'সব বিষয় বুঝে তারপর অন্যদেরও বোঝাতে হবে। তোমরা ছাড়া বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার প্রকৃত রাস্তা কেউ-ই বলতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারাই বলতে পারবে। অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে এত বড় উত্তরাধিকার কীভাবে প্রাপ্ত হয় । কেউ যদি ঠিক মতো কাউকে বোঝাতে না পারে তাহলে নিশ্চয়ই তার পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ নেই। বুদ্ধিযোগ কোথাও ঘুরে বেড়ায়। এটা হলো যুদ্ধের ময়দান তাইনা। এমন যেন না ভাবে - এটা সহজ বিষয়। মনের মধ্যে তুফান বা বিকল্প অসংখ্য বার না চাইতেও আসবে, এতে মুষড়ে পড়লে চলবে না। যোগবলের দ্বারাই মায়া পালাবে, এতেই তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে। কাজকারবার করতে গিয়ে কত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কেননা দেহ-অভিমানে থাকে। দেহ-অভিমানের কারণে অনেক কথাবার্তা বলতে হয়। বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও। দেহী-অভিমানী হলে বাবা যা কিছু বোঝান সেগুলোই অন্যদেরও বোঝাতে সক্ষম হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবাই শিক্ষা দেবেন যে বাচ্চারা বহির্মুখী হওয়া উচিত নয়। অন্তর্মুখী হতে হবে। যদি কখনো বহির্মুখী হতে হয়, তাহলেও অবসর সময়ে চেষ্টা করতে হবে অন্তর্মুখী হওয়ার, তবেই পাপ কাটবে। তা না হলে না পাপ কাটবে, না উচ্চ পদ পাবে। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ মাথায় জমে আছে। সবচাইতে বেশি পাপ ব্রাহ্মণদের, তার মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে আছে। যে সবচাইতে উচ্চ (শ্রেষ্ঠ) হয়, সে-ই সম্পূর্ণ রূপে নিচে নেমে যায়। যে প্রিন্স হয় তাকে এরপর বেগারও (ভিখারি) হতে হয়। ড্রামাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে, যে প্রথমে এসেছে সে শেষে আসবে। যে প্রথমে পবিত্র হয় সেই প্রথমে পতিত হয়। বাবা বলেন আমি আসি এনার(ব্রহ্মা) অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে, সেটাও যখন বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়। এই সময় ছোট-বড় সবারই বাণপ্রস্থ অবস্থা। বাবার জন্য গায়ন আছে যে সবার তিনি সদ্গতি করেন। সেটাও হয় পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগকে মনে রাখা উচিত। মানুষের যেমন কলিযুগ স্মরণ থাকে, সঙ্গম যুগ শুধু তোমাদের স্মরণে থাকে। তোমাদের মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে জানে। অনেকের শুধুই নিজের ব্যবসার কথা মনে থাকে। বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে ধারণাও হয়ে যাবে। কথায় আছে - অন্তিম সময়ে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে.... যে সব ভালো-ভালো গান বা শ্লোক আছে, যার সাথে আমাদের জ্ঞানের কানেকশন আছে, সেগুলো রাখা উচিত। যেমন ছিঃ ছিঃ দুনিয়ার থেকে যেতেই হবে। দ্বিতীয়, নয়নহীনকে পথ দেখাও.... এমনই সব গান নিজের কাছে রাখা উচিত। এসব গান তো তৈরি করেছে মানুষ, যাদের এই সঙ্গম যুগ সম্পর্কে জানাই নেই। এই সময় সমস্ত জ্ঞান দৃষ্টিহীন হয়ে গেছে। পরমাত্মা এসেই পথ দেখান। একজনকে তো দেখাবেন না। এরা সবাই ওঁনার শিব শক্তি সেনা। এই শক্তি সেনারা কি করে? শ্রীমৎ অনুসারে নতুন দুনিয়া স্থাপন করে। তোমরাও রাজযোগ শেখো যা ভগবান ছাড়া আর কেউ শেখাতে পারে না। ভগবান হলেন নিরাকার, ওঁনার নিজের শরীর নেই, বাকি সবাই হলো শরীরধারী। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন একমাত্র বাবা, যিনি তোমাদের পড়াশোনা করান। এটা তো

তোমরাও জানো। তোমাদের মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে রয়েছে, তাই তোমাদের ওয়ার্নিং দেওয়া উচিত। বড়-বড় সংবাদপত্রে দেওয়া উচিত। মানুষ যে যোগ শেখায়, সেগুলো হলো হঠযোগ। রাজযোগ একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা বাবাই শেখান, যাতে মুক্তি-জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। হঠযোগের দ্বারা এই দুটো পাওয়া যায় না। হঠযোগ যা পরম্পরা ধরে চলে আসছে, এটা হলো পুরানো। এই রাজযোগ শুধু সঙ্গম যুগে বাবা এসে শেখান।

বাবা বুঝিয়েছেন ভাষণ দেওয়ার সময় টপিক্স বের করে রাখা উচিত। কিন্তু এটা করে না। শ্রীমৎ অনুসারে খুব অল্প সংখ্যক চলে। প্রথমে বক্তৃতার বক্তব্যটাকে লেখো, তারপর সেটা অভ্যাস করো তাহলেই স্মরণ থাকবে। তোমাদের মুখে ভাষণ দিতে হবে। পড়ে তোমাদের শোনাতে হবে না। বিচার সাগর মন্থন করে ভাষণ দেওয়ার শক্তি তার মধ্যে থাকবে যে নিজেকে আত্মা মনে করে তারপর বলে। আমি ভাইদের শোনাচ্ছি, এমন মনে করলে শক্তি থাকে। গন্তব্য (মঞ্জিল) অনেক উচ্চ তাইনা। দায়িত্ব নেওয়া এটা কোনো মাসির বাড়ি যাওয়া নয়। যত তোমরা শক্তিশালী হবে, মায়া ততই আক্রমণ করবে। অঙ্গদ বা মহাবীরও শক্তিশালী ছিল, তবেই তারা বলতে পেরেছিল যে, রাবণ আমাদের নড়িয়ে দেখাক। এটা স্থূল বিষয় নয়। শাস্ত্রে অনেক কাহিনী লেখা আছে। এই কান যা পরমাত্মা বাবার সুন্দর জ্ঞান শোনার জন্য অভ্যস্ত ছিল এখন দন্তকথা শুনে-শুনে সেগুলো পাথর হয়ে গেছে। ভক্তি মার্গে মাথাও ঠুকেছো, অর্থও খরচ করেছো তোমরা। সিঁড়ি বেয়ে নিচেই নেমে এসেছো। ৮৪ জন্মের কাহিনী। যারাই ভক্তি করেছে, নিচেই নেমে এসেছে। এখন বাবা এসে উপরে ওঠার কলা শেখাচ্ছেন। এখন তোমাদের উত্তরণের কলা। যদি বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে যুক্ত না করো তাহলে অবশ্যই নিচে নামতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে উপরে উঠবে। এতে অনেক পরিশ্রম, কিন্তু বাচ্চারা গাফিলতি করে। কাজকর্মে বাবা এবং নলেজকে ভুলে যায়। মায়া তুফান নিয়ে আসে - অমুকে এমন, এটা করে, এই ব্রাহ্মণী এমন, এর মধ্যে এই অবগুণ আছে। আরে, এতে তোমাদের কি যায় আসে! সর্বগুণ সম্পন্ন তো কেউ হয়নি। কারো অবগুণ না দেখে গুণ গ্রহণ করতে হবে। অবগুণ দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নাও। মুরলী তো পাচ্ছো সুতরাং সেটা শোন আর ধারণ করতে থাকো। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে যে বাবার কথা সম্পূর্ণ ঠিক। যে বিষয় ঠিক মনে হবে না, ছেড়ে দেওয়া উচিত। পড়াশোনার প্রতি কখনও মন খারাপ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণীর প্রতি বা পড়াশোনার প্রতি রুষ্ট হওয়া অর্থাৎ বাবার প্রতি রুষ্ট হওয়া। এমন অনেক বাচ্চারা আছে, যারা এরপর সেন্টারে আসেনা। যে যেমনই হোক না কেন তোমাদের কাজ মুরলীর সাথে, যে মুরলী শুনছো তার মধ্যে থেকে ভালো-ভালো পয়েন্টস শুনে ধারণ করতে হবে। কারো সাথে কথা বলে ভালো না লাগলে শান্ত হয়ে মুরলী শুনে চলে যাওয়া উচিত। অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয় যে আমি এখানে আর আসব না। নম্বর ক্রমানুসার তো আছেই। এটাও ভালো ভোরবেলায় উঠে তোমরা স্মরণে বসো। বাবা এসে সার্চলাইট দেন। বাবা অনুভব শোনান যখন তিনি বসেন তখন তাঁর বিশেষ বাচ্চাদের কথা প্রথমে স্মরণে আসে। বিদেশ হোক বা কলকাতায়, তাহলেও তিনি তাঁর বিশেষ বাচ্চাদের স্মরণ করে সার্চলাইট দেন। বাচ্চারা এখানে বসে আছে, কিন্তু বাবা স্মরণ তাদেরই করেন যারা সার্ভিস করে। যেমন কোনো ভালো বাচ্চা (সার্ভিসেবল) শরীর ত্যাগ করে চলে গেলে বাবা সেই আত্মাকে স্মরণ করেন যে, অনেক সার্ভিস করে গেছে। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনো ঘরে জন্ম নেবে। সুতরাং বাবা তাকেও স্মরণ করে সার্চলাইট দেন। এমনিতে তো সবাই বাবার বাচ্চা। কিন্তু কারা-কারা ভালো সার্ভিস করে, ইনি তো সব জানেন। বাবা বলেন - এখানে সার্চলাইট দাও, তখন দেন। দুটো ইঞ্জিন তাইনা। ইনিও (ব্রহ্মা) এতো উচ্চ পদ পান তাহলে নিশ্চয়ই তারও শক্তি রয়েছে । বাবা বলেন সবসময় এটাই মনে করবে শিববাবা পড়াচ্ছেন সুতরাং তাঁকেই স্মরণ করা উচিত। তোমরা তো বুঝতে পেরেছো যে এখানে দুটো বাতি আছে। আর কারোর মধ্যে দুটো বাতি নেই, সেইজন্যই এখানে দুই বাতির সম্মুখে আসলে ভালোভাবে রিফ্রেশ হয়ে যায়। অমৃতবেলার সময়ও খুব ভালো। স্নান করে ছাদে গিয়ে একান্তে চলে যাওয়া উচিত। বাবা তো সেইজন্যই এতো বড়-বড় ছাদ তৈরি করিয়েছেন। পাদ্রিরাও সম্পূর্ণ সাইলেন্সে চলে যায়, নিশ্চয়ই ক্রাইস্টকে স্মরণ করে। তারা গডকে জানে না। যদি গডকে স্মরণ করতো তাহলে শিবলিঙ্গ বুদ্ধিতে প্রবেশ করতো। ওরা নিজেদের আনন্দে বিভোর থাকে, ওদের কাছ থেকে সেই গুণ গ্রহণ করা উচিত। দত্তাত্রেয় সম্পর্কেও বলা হয় যে তিনি সবার কাছ থেকে গুণাবলী নিয়ে ধারণ করতেন। তোমরা বাচ্চারাও নম্বর ক্রমানুসারে দত্তাত্রেয়। এখানে একান্তে থাকার খুব ভালো সুযোগ রয়েছে । যত চাও উপার্জন করতে পারো। বাইরে থাকলে তো কাজকারবারের কথা মনে পড়বে। অমৃতবেলায় ৪ টে খুব ভালো সময়। বাইরে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ঘরে বসে আছো, পাহারাও আছে। যজ্ঞে পাহারা দিতে হয়। যজ্ঞের প্রতিটি জিনিস খুব দায়িত্ব সহকারে রাখতে হয় কেননা যজ্ঞের এক-একটা জিনিস বহু মূল্যবান, সেইজন্যই সেফটি ফার্স্ট। এখানে কেউ আসবে না। জানা আছে যে এখানে গয়নাগাটি ইত্যাদি কিছুই নেই। এখানে মন্দিরও নেই। আজকাল তো সব জায়গাতেই চুরি হয়। বিদেশেও পুরানো জিনিস চুরি করে নিয়ে যায়। দুনিয়া হলো খুব ডার্টি, কাম হলো মহাশত্রু। সবকিছু ভুলিয়ে দেয়।

ভোরবেলায় তোমাদের একটা ক্লাস হয় এভারহেল্দী হওয়ার জন্য তারপর হয় এভার ওয়েল্দী হওয়ার জন্য। বাবাকেও স্মরণ করতে হবে আর বিচার সাগরও মন্থন করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে বর্সাও স্মরণে আসবে। এই যুক্তি খুব সহজ। বাবা হলেন বীজরূপ। কল্প বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে তিনি জানেন। তোমাদেরও এটাই কাজ। বীজকে স্মরণ করলেই পবিত্র হবে। চক্রকে স্মরণ করলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে অর্থাৎ ধন সম্পদ প্রাপ্ত হবে। রাজা বিক্রম আর রাজা বিকর্মাজীত দুটো সম্বৎকে এক করে দিয়েছে। রাবণ আসার পর থেকে বিক্রম সম্বৎ শুরু হয়েছে, ডেট পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেটা চলে এক থেকে ২৫০০ বছর, তারপর ২৫০০ থেকে ৫০০০ বছর পর্যন্ত চলে। হিন্দুদের তো নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানাই নেই। এখানে একটাই ধর্ম, যেটা আসল ধর্ম সেটাকে ভুলে গিয়ে অধর্মী হয়ে গেছে। ধর্ম স্থাপককেও ভুলে গেছে। তোমরা বোঝাতে পারো যে আর্য সমাজ কবে থেকে শুরু হয়েছিল। আর্য (সংশোধিত যারা) সত্যযুগে ছিল। এখন সবাই অনার্য। এখন বাবা এসে তোমাদের সংশোধন করে তোলেন। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র আছে। যে ভালো পুরুষার্থী সে নিজে জানে আর অন্যদেরও পুরুষার্থ করায়। বাবা হলেন দীননাথ। গ্রামবাসীদের সন্দেশ (ঈশ্বরীয় বার্তা) দিতে হবে। ৬ টা চিত্র থাকলেই যথেষ্ট। ৮৪ চক্রের চিত্র খুব সুন্দর। সেটা দিয়ে ভালোভাবে বোঝাও। কিন্তু মায়া এতোটাই প্রবল যে সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। এখানে দুটো বাতি একসাথে রয়েছে । এক হলো বাবার, এক এনার (ব্রহ্মা) – দুই-ই শক্তিশালী, কিন্তু বলেন যে তোমরা একটাই শক্তিশালী বাতিকে ধরে থাকো। সব বাচ্চারা এখানে ছুটে আসে। মনে করে ডবল লাইট আছে। বাবা সম্মুখে বসে শোনান। গায়নও আছে তোমার কাছ থেকেই শুনবো, তোমার সাথেই কথা বলবো..... কিন্তু এই রকম নয় যে এখানে বসে যেতে হবে। ৮ দিন যথেষ্ট। যদি সবাইকে বসাতে পারো অসংখ্য হয়ে যাবে।

ড্রামা অনুসারে সবকিছু চলতে থাকে, কিন্তু তোমাদের অতীব আন্তরিক খুশি থাকা উচিত। সেই খুশি তাদের থাকে যারা নিজ সমান করে তোলে। প্রজা তৈরি করবে তবেই রাজা হতে পারবে। পাসপোর্টও চাই। বাবাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে বাবা তৎক্ষণাৎ বলেন নিজেকে দেখো - আমার মধ্যে কোন্ অবগুণ আছে? স্তুতি-নিন্দা সব সহন করতে হয়। যজ্ঞ থেকে যা পাওয়া যায় ওতেই খুশি হয়ে থাকতে হবে। যজ্ঞের ভোজনের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা থাকা উচিত। সন্ন্যাসীরা থালা ধুয়েও জলটা পান করে, কেননা ওদের কাছে ভোজনের মাহাত্ম্য আছে। এমন সময় আসবে যখন আনাজ পাওয়া যাবে না। সুতরাং সবকিছুই সহন করতে হবে, তবেই পাশ করতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কারো মধ্যে কোনও অবগুণ দেখলেই নিজের মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। পড়াশোনার প্রতি কখনও রুষ্ট হওয়া উচিত নয়। দত্তাত্রেয়র মতো সবার কাছ থেকে গুণ ধারণ করতে হবে।

২) বাইরে থেকে বুদ্ধি যোগ ছিন্ন করে অন্তর্মুখী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। কাজকারবার করতে করতেও দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। বেশি কথাবার্তার মধ্যে থাকা উচিত নয়।

বরদানঃ- ঈশ্বরীয় সেবার বন্ধনের দ্বারা সমীপ সম্বন্ধে আসা রয়াল ফ্যামিলির অধিকারী ভব

ঈশ্বরীয় সেবার বন্ধন সম্বন্ধকে সমীপে নিয়ে আসে। যে যত সেবা করে ততই সেবার ফল সমীপ সম্বন্ধে আসে। এখানের সেবাধারী ওখানে রয়্যাল ফ্যামিলির অধিকারী হবে। এখানে সেবা যত হার্ড হবে ততই আরামে সিংহাসনে বসবে আর এখানে যে আরাম করবে সে ওখানে গিয়ে কাজ করবে। এক-এক সেকেন্ডের, এক-একটি কাজের হিসেব-নিকেশ বাবার কাছে আছে।

স্লোগানঃ- স্ব পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের ভাইব্রেশন তীব্রগতিতে ছড়িয়ে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;